22

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সাক্ষরতা দিবস

আজ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলাদেশে আজ এ সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো ক্লাব এসোসিয়েশন আজ সকাল ১০টায় ব্যানবেইস ভবনে ২ দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করেছে। এছাড়াও আজ ৩টায় চারু ও কারুকলা ইন্সটিটিউটে শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। এমনকি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে 'জীবন ও সাক্ষরতা' শীর্ষক ২ দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশে প্রতিবছর সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়ায় সাক্ষরতা হার বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে বাংলাদেশে গণশিক্ষার হার কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। এমনকি কিছুদিন আগেও গণশিক্ষা কর্মসূচীর সফলতা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। আজকাল তা-ও প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে না। এছাড়া দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও দেশের সর্বত্র তা চালু করা হচ্ছে না। দেশের প্রতিটি থানায় মাত্র একটি ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হলে প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। এমনকি বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো অনুমোদন পায়নি বলে জানা গেছে। দেশের সর্বত্র বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হলে সাক্ষরতা দিবস পালন করার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিবছর সাক্ষরতা দিবস কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে যে অর্থ ব্যয় হয় তা সাক্ষরতা কর্মসূচীতে ব্যয় করা হলে গণসাক্ষরতা অনেক বেড়ে যেতো। আজকাল কেউ কেউ গণসাক্ষরতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, গৃহ সংকটের দরুন সাক্ষরতার কাজ চলছে না। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং অর্থ ও ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু আমাদের শিক্ষানুরাগী, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী মহলের এ সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে, বাংলাদেশ মসজিদের দেশ। এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমান এবং দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে মসজিদে যেতেই হয় এবং প্রতিটি মসজিদে ইমাম নিযুক্ত আছেন। তাদেরকে স্বল্পতম বেতন ধার্য করে দিয়ে গণশিক্ষা বিস্তার করা যায় এবং মসজিদে যেয়ে আরবী-বাংলা শিক্ষা গ্রহণ করতে জনগণ বিশেষ আগ্রহী। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কাজ অনায়াসে চালু করা যায়। সরকারী অনুমোদন পায়নি এমন হাজার হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। পল্লীর জনগণ অতি কায়ক্লেশে এসব মাদ্রাসা নির্মাণ করেছে এবং শিক্ষকদের বেতন দিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার যদি উদ্যোগী হন তাহলে এবতেদায়ী মাদ্রাসা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

একথা বলা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, আমাদের দেশবাসী নিরক্ষর হলেও শিক্ষার প্রতি তাদের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। তারা প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পেলে শিক্ষা ক্ষেত্রে কেউ পিছিয়ে পড়বে না এবং সাক্ষরতা দিবস পালন করতে হবে না।

উল্লেখ্য, দেশের চারটি মেট্রোপলিটন শহর ছাড়া দেশের সর্বত্র মেয়েদের শিক্ষার যে সুযোগ সরকার দিয়েছেন তাতে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যন্ত নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা দান করা হলে আমাদের দেশে সাক্ষরতা দিবস পালন করে অযথা অর্থের অপচয় করতে হবে না। সংশ্লিষ্ট সকল মহল এ বিষয়গুলো উপলব্ধি করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এটাই দেশবাসী আশা করে।